International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

মানবাধিকার, মানবতাবাদ ও রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্য : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

সঞ্জয় চন্দ্র দাস,
বাংলা বিভাগ, পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়,
পাণ্ডু, গুয়াহাটি-১২

সংক্ষিপ্ত সার :
বর্তমান বিশ্বে 'মানবাধিকার' বিষয়টি প্রবলভাবে চর্চা হচ্ছে। সভ্যতার আলোকে মানুষের চেতনার জগৎ যত বেশি উন্মোচিত হচ্ছে, ক্রমান্বয়ে তত বেশি মানুষ নিজের সহজাত ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, সভ্যতার আদি-লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এই অধিকার নিয়ে বাক্-বিতণ্ডা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অন্ত নেই। পাশাপাশি বহু পূর্ব থেকেই এই অধিকার-সমূহের বাস্তব রূপদানের চিন্তা-চর্চা ও আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা চলে আসছে।

উনিশ শতকের পাশ্চাত্যের অভিঘাতে বঙ্গদেশে যে নবজাগরণের সূচনা হয়, মূলত তখন থেকেই আধুনিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে মানবধিকারের বিষয়গুলি শিক্ষিত ভারতবাসীদের মনে দৃঢ়মূল হতে শুরু করে। উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের অনেকটাই জুড়ে রয়েছে মানবাধিকার সাব্যস্তের লড়াই। বঙ্গীয় নবজাগরণের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তাঁর জীবন ও সাহিত্য জুড়ে যে মানবতা-বোধের জয়গান গেয়েছেন, সেখানে অনায়াসে আমরা মানবাধিকারের বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ করতে পারি। বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার সম্পর্কে যেসব ধারণা গড়ে উঠেছে তার বহু দৃষ্টান্ত আমরা রবীন্দ্র-রচনাবলিতে খুঁজে পাই। এর মধ্যে অন্যতম তাঁর 'কথা' (১৯০০) কাব্যগ্রন্থটি । এই কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় আমরা দেখতে পাই সমাজ ও ব্যক্তি বিশেষের প্রবল চাপে কীভাবে সাধারণ মানুষের সহজাত অধিকার উল্লঙ্ঘিত হয়েছে। তবে মানবাধিকারের লুণ্ঠন-চিত্রই এই কাব্যের শেষ নয়, মানবতাবাদের জয়গানই এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু— যাকে আমরা অনায়সে বলতে পারি মানবাধিকারেরই জয়গান। বলা বাহুল্য, কবি এই কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় অপূর্ব শিল্প-সম্মত কাব্যিক-মূর্ছনার মধ্য দিয়ে আসলে মানবাধিকারকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।
বীজ-শব্দ : মানবাধিকার, মানবতাবোধ, উল্লঙ্ঘন, জয়গান, নবজাগরণ, কাব্য-কবিতা, শিল্পমূল্য।

মূল আলোচনা :
বর্তমান বিশ্বে 'মানবাধিকার' বিষয়টি প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে এবং অতি গুরুত্ব সহকারে এর চর্চা চলছে। মানবাধিকার কী, সে সম্পর্কে বলা যায়— মানবাধিকার হল কতগুলো সংবিধিবদ্ধ আইন বা নিয়মের সমষ্টি, যা মানব জাতির সকল সদস্যের সহজাত আচার আচরণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়, যা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক আইন সমষ্টির দ্বারা সুরক্ষিত এবং মৌলিক অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ধর্তব্য।[১] এতে কোন মানুষ এজন্য সংশ্লিষ্ট অধিকার ভোগ করবে, কারণ সে জন্মগতভাবে একজন মানুষ।[২] সভ্যতার আলোকে মানুষের চেতনার জগৎ যত বেশি উন্মোচিত হচ্ছে, ক্রমান্বয়ে তত বেশি মানুষ নিজের সহজাত ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, সভ্যতার আদি-লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এই অধিকার নিয়ে বাক্-বিতণ্ডা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অন্ত নেই। পাশাপাশি বহু পূর্ব থেকেই এই অধিকার-সমূহের বাস্তব রূপদানের চিন্তা-চর্চা ও আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা চলে আসছে। অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা লাভের কিছুদিনের মধ্যে ১৯৪৮

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

সালে বিশ্ববাসীর মানবাধিকার সুরক্ষার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 'সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা পত্র' দলিলটি গৃহীত হয়।

উনিশ শতকের পাশ্চাত্যের অভিঘাতে বঙ্গদেশে যে নবজাগরণের সূচনা হয়, মূলত তখন থেকেই আধুনিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে মানবাধিকারের বিষয়গুলি শিক্ষিত ভারতবাসীদের মনে দৃঢ়মূল হতে শুরু করে। উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের অনেকটাই জুড়ে রয়েছে মানবাধিকার সাব্যস্তের লড়াই। বঙ্গীয় নবজাগরণের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তাঁর জীবন ও সাহিত্য জুড়ে যে মানবতা-বোধের জয়গান গেয়েছেন, সেখানে অনায়াসে আমরা মানবাধিকারের বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ করতে পারি। বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার সম্পর্কে যেসব ধারণা গড়ে উঠেছে তার বহু দৃষ্টান্ত আমরা বহু পূর্বেই রবীন্দ্র-রচনাবলিতে খুঁজে পাই। এর মধ্যে অন্যতম তাঁর 'কথা' (১৯০০) কাব্যগ্রন্থটি। এই কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় আমরা দেখতে পাই সমাজ ও ব্যক্তি বিশেষের প্রবল চাপে কীভাবে সাধারণ মানুষের সহজাত অধিকার উল্লঙ্ঘিত হয়েছে। তবে মানবাধিকারের লুণ্ঠন-চিত্রই এই কাব্যের শেষ নয়, মানবতাবাদের জয়গানই এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু— যাকে আমরা অনায়াসে বলতে পারি মানবাধিকারেরই জয়গান। এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন—"ভারতের সাহিত্য ও পুরাণের মধ্যে, উপনিষদের উপাখ্যানে, শিখ-রাজপুত-মহারাষ্ট্র জাতির ইতিহাসে এই ভারত-আদর্শের— এই মানব-মহত্ত্বের— অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এই দৃষ্টান্তগুলিকে কবি অপরূপ কবিত্বমণ্ডিত গাথায় প্রকাশ করিয়া ভারতের ত্যাগ ও মহত্ত্বের আদর্শকে রূপদান করিয়াছেন। এই গাথাগুলিই 'কথা' কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু।"[৩] বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের গাথাগুলির মধ্যে যে ভারতের ত্যাগ ও মহত্ত্বের আদর্শকে বিশেষ রূপদান করেছেন, সেখানেই সাম্প্রতিক 'মানবাধিকার' পরিভাষার আসল মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

'ছান্দোগ্যোপনিষৎ'-এর কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'কথা' কাব্যের 'ব্রাহ্মণ' কবিতায় আমরা প্রত্যক্ষ করি উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে জাত-কূল-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের শিক্ষাগত মানবাধিকার ছিল না। তাই ব্রাহ্মণ-শিক্ষক গৌতমের আশ্রমে কূলগোত্রহীন সত্যকাম যখন বিদ্যালাভের আশায় আগমন করেন, তখন মহর্ষি গৌতম তাঁকে বলেছেন—

"কুশল হউক সৌম্য। গোত্র কী তোমার ?
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।' "[৪]

শিক্ষার অধিকার যে শুধু ব্রাহ্মণের অধিকার— এই কথাটা শিক্ষক গৌতমের অন্তরাত্মার কথা ছিল না, তা সুবিধাবাদী ব্রাহ্মণ্য সমাজের নির্দশিত শ্রেণি-বৈষম্যজাত অনৈতিক কঠোর অনুশাসনের পুনরাবৃত্তি ছিল মাত্র। সত্যকাম যখন মাতার কাছ থেকে জানতে পারলেন—

"যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি তাত।"[৫]

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

পুনরায় আশ্রমে এসে সত্যকাম এই কথাটার পুনরাবৃত্তি করলে তখন দেখা যায়—

"শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো— সবে বিস্ময়বিকল,
কেহ বা হাসিল কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার।"[৬]

শিক্ষালাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও কূলগোত্রহীন জারজ সন্তান বলে সত্যকাম সেদিন সকলের উপহাসের পাত্র হয়েছিলেন। সত্যকামের শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা ও অধিকারকে সেদিন সমকালীন ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত আশ্রমের ছাত্রবৃন্দের কাছে লজ্জাহীন অনার্যের অহংকার বলে মনে হয়েছিল। এভাবে শিক্ষালাভের মানবাধিকারকে পরোক্ষভাবে উল্লঙ্ঘনের সমর্থন জানিয়েছিলেন আশ্রমবাসী ঋষিপুত্রগণ। শিক্ষাগত মানবাধিকার উল্লঙ্ঘনের পাশাপাশি নারী ও শিশুর মানবাধিকারের উল্লঙ্ঘন চিত্রও এই কবিতায় অমূলক নয়— সত্যকামের কুমারী-মাতা জবালার অসহায়ত্ব ও পিতৃ পরিচয়-হীন বালক সত্যকামের অসহায় চরিত্র উন্মোচনে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'ব্রাহ্মণ' কবিতায় শেষপর্যন্ত দেখা গেছে তথাকথিত লৌকিক ধর্ম, চিরাচরিত প্রথা ও সামাজিক সংস্কারকে বর্জন করে স্বয়ং ঋষি গৌতম সত্য ও মানবতার ধর্মকে গ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষাগত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সৎসাহস দেখিয়েছেন। ঋষি গৌতমের মতে— মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই ব্রাহ্মণ হওয়ার উপযুক্ত, কোন কূল-গোত্র-বংশের নিরিখে এই ব্রাহ্মণত্ব বিচার করা যায় না। সত্যকামের মধ্যে ঋষি গৌতম সেই তীব্র জ্ঞান-পিপাসার পরিচয় পেয়েছিলেন। তাই দেখি—

"উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন,
বাহু মেলি বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত।
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।' "[৭]

সমালোচক বলেছেন— "বিদ্যার জন্য আকূল আগ্রহই ছাত্রের পরিচয়— কোন জাতি, বংশ বা কূলই কেবলমাত্র সে অধিকার তাহাকে দিতে পারে না— এই মূল সত্য উপলব্ধি করিয়া ব্রাহ্মণ-শিক্ষক গৌতম কূলগোত্রহীন জারজ সত্যকামকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নিত্য-ধর্ম লৌকিক ধর্মের উপরে স্থানলাভ করিয়াছে।"[৮] এই নিত্য-ধর্মের জয়ই আসলে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সফল পদক্ষেপ। জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা পত্রের ২৬ নং ধারায় এই শিক্ষামূলক মানবাধিকারের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে।

'মস্তকবিক্রয়' কবিতায় আমরা দেখতে পাই রাজ-শক্তির দম্ভ কীভাবে মহত্বের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। কবিতায় দেখা গেছে দাম্ভিক কাশীরাজ একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী কোশলরাজের নিরুপদ্রবে বসবাস করার মানবাধিকার উল্লঙ্ঘন করেছেন, অন্যদিকে মানুষের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী কোশলরাজ

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

শেষপর্যন্ত তাঁর মহত্বের মহিমায় রাজ-শক্তির দম্ভকে চূর্ণ করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছেন। কবিতার শুরু হয়েছে এভাবে— "কোশলনৃপতির তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি যশোগাথা;
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ-ঠাঁই,
দীনের তিনি পিতা-মাতা।
সে কথা কাশিরাজ শুনিতে পেয়ে
জ্বলিয়া মরে অভিমানে—
'আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে
তাহারে বড়ো করি মানে !
আমার হতে যার আসন নীচে
তাহার দান হল বেশি !' "[৯]

এভাবেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। মানুষের পরম হিতৈষী কোশল রাজ্যের রাজার দান ও মহত্বের গুণে কাশী রাজ্যের প্রজারা অত্যন্ত কৃতার্থ। সুতরাং আভিমানী কাশীরাজ তা সহ্য করতে না পেরে কোশলরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। পরিণামে—
"চলিলা কাশীরাজ যুদ্ধসাজে—
কোশলরাজ হারি রণে
রাজ্য ছাড়ি দিয়া ক্ষুব্ধ লাজে
পলায়ে গেল দূর বনে।"[১০]

কাশীরাজের অহংকারের বলি হয়ে এভাবে কোশলরাজ বিনা অপারাধে স্বরাজ্যে বসবাস করার অধিকার খুইয়ে বনে চলে যেতে বাধ্য হলেন। কাশীরাজ কর্তৃক চরম মানবাধিকার উল্লঙ্ঘনের চিত্র আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করলাম। তারপরেও যখন কাশীরাজ্যের প্রজারা কোশলরাজ-অন্তপ্রাণ, তখন কোশলরাজের বিরুদ্ধে কাশীরাজের পরবর্তী কঠোর পদক্ষেপ—
অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু
শাস্ত্রে এইমতো কয়।
মন্ত্রী, রটি দাও নগরমাঝে,
ঘোষণা করো চারিধারে—
যে ধরি আনি দিবে কোশলরাজে
কনক শত দিব তারে।"[১১]

কাশীরাজ শুধুমাত্র যে কোশলরাজের সুখে বাস করার মানবাধিকার উল্লঙ্ঘন করেছেন তা নয়, কোশলরাজের বেঁচে থাকার মানবাধিকারকেও এবার তিনি ক্ষুণ্ণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন।

'মস্তকবিক্রয়' কবিতায় এরপর দেখি, জনৈক বণিক নৌকাডুবিতে সর্বস্ব হারিয়ে রাজ্যহীন রাজা কোশলরাজের শরণাপন্ন হলেন, যদিও কোশলরাজকে তিনি চিনতে পারেননি। অবশেষে কোশলরাজ তাঁর মহত্বের গুণে স্বীয়

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

মস্তকের বিনিময়ে কাশীরাজের কাছ থেকে পণ আদায়ের প্রস্তাব দিলেন এবং সেই পণ বণিককে দান করে তাঁর দুঃখ-মোচনের চেষ্টা করবেন বলে মনস্থির করলেন—

"বসিয়া কাশীরাজ সভার মাঝে;
দাঁড়াল জটাধারী এসে।
'হেতায় আগমন কিসের কাজে'
নৃপতি শুধাইল হেসে।
'কোশলরাজ আমি বনভবন'
কহিলা বনবাসী ধীরে—
'আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ
দেহো তা মোর সাথীটিরে।' "[১২]

দাম্ভিক কাশীরাজ শেষপর্যন্ত কোশলরাজের মহত্বের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন এবং কোশলরাজের সমস্ত মানবাধিকার ফিরিয়ে দিয়ে তাঁকে স্বীয় রাজ-মুকুট পরিয়ে দিলেন। এই বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ শিল্প-মহিমায় উন্নীত করলেন এইভাবে—

"মৌন রহি রাজা ক্ষণেকতরে
হসিয়া কহে, 'ওহে বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী আমার'পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি !
তোমার সে আশায় হনিব বাজ,
জিনিব আজিকার রণে—
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ,
হৃদয় দিব তারি সনে।'
জীর্ণ-চীর-পরা বনবাসীরে
বসালো নৃপ রাজাসনে
মুকুট তুলি দিল মলিন শিরে—
ধন্য কহে পুরজনে।"[১৩]

কবিতার শেষে কাশিরাজের চারিত্রিক উৎকর্ষের যে নাটকীয় মোড় তা মুহূর্তের মধ্যে কোশলরাজের চারিত্রিক মহিমার সম-পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং সেখানেই মানবাধিকারের মাহাত্ম্য এক অপূর্ব মর্যাদা লাভ করেছে। জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা পত্রের ৩, ৪ এবং ৫ নং ধারায় আলোচ্য কবিতার মানবাধিকারের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে।

'সামান্য ক্ষতি' কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে বিলাস-বিহ্বল রানি কর্তৃক মানবাধিকার উল্লঙ্ঘন ও তার বিপরীতে কর্তব্যপরায়ণ রাজার মানবাধিকারের মর্যাদা রক্ষার ইতিকথা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই কবিতায় কাশীর মহিষী করুণা মাঘ-মাসের শীতে সখি-সমাবেশে পুরীর অদূরে শিলাময় ঘাট চম্পকবনে স্নান করতে গিয়েছেন। স্নান সেরে শীত নিরাবরণের উদ্দেশ্যে রানি সখিদের আদেশ দিলেন—

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

" 'ওলো তোরা আয় ! ওই দেখা যায়
কুটির কাহার অদূরে,
ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল,
তপ্ত করিব করপদতল—'
এত বলি রানী রঙ্গে বিভল
হাসিয়া উঠিল মধুরে।"[১৪]

মানবাধিকার উল্লঙ্ঘন-মূলক রানির এমন উক্তিতে সখি মালতি প্রতিবাদ করলেও সেই প্রতিবাদ কার্যকর হয়নি, কারণ রানীর দম্ভ ও ক্ষমতার জোরে সেই প্রতিবাদী কণ্ঠ চাপা পড়ে যায়।

সুশাসনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে মানুষ মাত্রেই রাজ্যের যেকোন স্থানে ঘর সাজিয়ে বসবাস করার অধিকার আছে, অথচ বিনা অপরাধে সাধারণ মানুষের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে নিজের সুখ ও বিকৃত আনন্দ উপভোগ করে 'সামান্য ক্ষতি' কবিতার রানি করুণা চরম মানবাধিকার উল্লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। সর্বস্ব হারিয়ে বাধ্য হয়ে প্রজারা বিচার দিল রাজার কাছে—

"গৃহহীন প্রজা দলে দলে আসে,
দ্বিধাকম্পিত গদগদ ভাষে
নিবেদিল দুখ সংকোচ ত্রাসে
চরণ করিয়া বিনতি।"[১৫]

অবশেষে রানির অপরাধের জন্য মহারাজ এইভাবে তাঁর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করলেন—

"রাজার আদেশে কিংকরী আসি
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া—
অরুণবরন অম্বরখানি
নির্মম করে খুলে দিল টানি,
ভিখারি নারীর চীরবাস আনি
দিল রানীদেহে তুলিয়া।
পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা,
'মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে—
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে-ক'টি কুটির হল ছারখার
যতদিনে পার সে-ক'টি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।' "[১৬]

এইভাবে কর্তব্যনিষ্ঠ রাজা ন্যায় বিচারের মাধ্যমে প্রজাবৃন্দের মানবাধিকারের যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করলেন। জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা পত্রের ১২ এবং ১৩ নং ধারায় আলোচ্য কবিতার মানবাধিকারের বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

যুবরাজ কর্তৃক নারী নির্যাতনের মাধ্যমে মানবাধিকার উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা এবং মহারাজ রতন রাও কর্তৃক নারীর প্রতি সম্মান ও মানবাধিকার রক্ষা হেতু স্বীয় পুত্র যুবরাজকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার প্রসঙ্গটি 'রাজবিচার' কবিতায় অপূর্ব চমক সৃষ্টি করেছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে রচিত কবিতাটি এইরূপ—

"বিপ্র কহে, 'রমণী মোর আছিল যেই ঘরে
নিশীথে সেথা পশিল চোর ধর্মনাশ-তরে।
বেঁধেছি তারে, এখন কহো চোরে কী দিব সাজা।'
'মৃত্যু' শুধু কহিল তারে রতনরাও রাজা।
ছুটিয়া আসি কহিল দূত, 'চোর সে যুবরাজ—
বিপ্র তারে ধরেছে রাতে, কাটিল প্রাতে আজ।
ব্রাহ্মণেরে এনেছি ধরে, কী তারে দিব সাজা ?'
'মুক্তি দাও' কহিলা শুধু রতনরাজ রাজা।"[১৭]

সমালোচক বলেছেন— " 'রাজবিচার' কবিতায় রাজা রতন রাও নারীর প্রতি অত্যাচার-উদ্যত স্বীয় স্বীয় পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দিয়া ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।"[১৮] সমালোচকের এই বক্তব্য শীরোধার্য করেও বলতে হয়, বর্তমান আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে যুবরাজের কঠোর শাস্তি সমর্থনযোগ্য হলেও, মৃত্যুদণ্ড হয়তো সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, মহারাজ কর্তৃক যুবরাজের মৃত্যুদণ্ড ও বিপ্র কর্তৃক তাঁর মৃত্যুর যে চিত্রটি আমরা পেলাম, সেখানে অপরাধ ও শাস্তির অসামঞ্জস্যের বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেখানেই অধুনা মানবাধিকারের বিষয়টি প্রশ্ন চিহ্ন রেখে দেয়।

অসাধারণ কাব্যিক-মূর্ছনায় হৃদয়াবেগের অনুভূতিপুঞ্জ 'অভিসার' কবিতায় আমরা দেখতে পাই বারনারী বাসবদত্তার প্রতি নগরের প্রজাগণ কর্তৃক মানবাধিকার উল্লঙ্ঘনের নিষ্ঠুর চিত্র এবং সন্ন্যাসী উপগুপ্ত কর্তৃক সেই মানবাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার অপূর্ব দৃষ্টান্ত। একদা মথুরাপুরীর প্রাচিরের তলায় তরুণ সন্ন্যাসী উপগুপ্ত যখন শয়নাবস্থায় ছিলেন, সেই সময় বারনারী বাসবদত্তা পথ চলতে গিয়ে সন্ন্যাসীর গায়ে চরণ ঠেকে এবং তাঁর গতি স্তব্ধ হয়; অতঃপর— "কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে,
নয়নে জড়িত লজ্জা,
'ক্ষমা করো মোরে কুমার কিশোর,
দয়া কর যদি গৃহে চলো মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর
এ নহে তোমার শয্যা।' "[১৯]

সেদিন বাসবদত্তার সাদর আমন্ত্রণে সন্ন্যাসী তাঁর বাড়ি যেতে অস্বীকার করেন, কারণ ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়া সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য নয় ; মুমূর্ষু ও অসহার মানুষের সেবা করাই সন্ন্যাসীর অন্যতম লক্ষ্য। তাই—

"সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে,
'অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,
এখনো আমার সময় হয় নি,
যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী,

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

সময় যেদিন আসিবে আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে' "[২০]

সেই সময় একদিন সত্যিই এসেছে, যখন বেঁচে থাকার মাববাধিকার উল্লজ্ঘন করে অতি নিষ্ঠুরভাবে নগরবাসীগণ বসন্তরোগে আক্রান্ত মুমূর্ষু বাসবদত্তাকে নগরের বাইরে ফেলে দিয়ে আসে— প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সন্ন্যাসীর অভিসার সেদিন পূর্ণতা পেল মৃত্যুপথ-যাত্রী বাসবদত্তাকে পরিচর্যা করার মধ্য দিয়ে। কবি লিখেছেন—

"সন্ন্যাসী বসি আড়ষ্ট শির
তুলি নিল নিজ অঙ্কে—
ঢালি দিল জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির'পরে,
লেপি দিল দেহ আপনার করে
শীতলচন্দনপঙ্কে।
ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনামত্তা।
'কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়'
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
'আজি রজনীতে হয়েছে সময়,
এসেছি বাসবদত্তা !' "[২১]

ইন্দ্রিয়াতিত প্রেমের মাধুর্যে পরিপূর্ণ এই কবিতায় অবহেলিত নির্যাতিত বাসবদত্তার বেঁচে থাকার মানবাধিকার ফিরিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা শিল্পসৌকুমার্য মর্যাদায় অনবদ্য মাত্রা লাভ করেছে।

ধর্ম-বিশ্বাসকেন্দ্রিক মানবাধিকার উল্লজ্ঘনের চরম দৃষ্টান্ত 'পূজারিনী' কবিতার মূল বিষয়বস্তু। কবিতায় দেখি—

"অজাতশত্রু রাজা হল যবে,
পিতার আসনে আসি
পিতার ধর্ম শোনিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে—
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি।"[২২]

ধর্ম-বিশ্বাসের গোঁড়ামি ও অহংকারে মত্ত হয়ে বিম্বিসার রাজা অজাতশত্রু তারপর আদেশ দিলেন—

"কহিলা ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে,
'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 9 Issue 4, April- 2019
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015

স্বীয় প্রেমাস্পদ বজ্রসেনকে পাওয়ার জন্য শ্যামা তাঁরই প্রতি দুর্বল সহজ-সরল যথার্থ প্রেমিক উত্তরীয়কে যেভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলেন তা চরম মানবাধিকার উল্লঙ্ঘনের অন্যতম দৃষ্টান্ত। তবে কবিতার শেষে বজ্রসেন শ্যামার প্রতি গভীর প্রেমাপ্লুত হয়েও শ্যামাকে ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে বিবেকবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রকারান্তরে মানবাধিকারেরই জয়গান।

'অপমান-বরে' কবিতায় আমরা লক্ষ করি—

"ভক্ত কবীর সিদ্ধপুরুষ খ্যাতি রটিয়াছে দেশে।
কুটির তাহার ঘিরিয়া দাঁড়ালো লাখো নরনারী এসে।"[২৭]

কবীরের এই খ্যাতির জন্য ঈর্ষাপরায়ণ ব্রাহ্মণের দল কবীরকে দুষ্টা নারীর জালে ফাঁসিয়ে অপমান-বিদ্রূপের মাধ্যমে মানবাধিকার উল্লঙ্ঘনের পরিচয় দিয়েছেন। তবে কবীরের কাছে নিন্দা-অপমান, খ্যাতি-প্রশংসা সবই সমান। তাই কবীর দুষ্টা নারীকেও 'জননী' সম্বোধনে ঈশ্বরের দান বলে গ্রহণ করলেন—

"কহিল কবীর— 'জননী, তুমি যে আমার প্রভুর দান।"[২৮]

কবীরের মহত্বগুণে দুষ্টা নারীর মানবিক চেতনার জাগরণ এক্ষেত্রে লক্ষণীব বিষয়। এইভাবে কবীর তাঁর মানবিক মহত্বের গুণে স্বীয় মানবাধিকার রক্ষায় অটল থাকেন।

নারীর বেঁচে থাকার মানবাধিকারের অন্যতম অন্তরায় সতীদাহ প্রথা। ব্রাহ্মণদের প্ররোচণামূলক এই প্রথার করাল গ্রাস থেকে কীভাবে জনৈক সতীকে উদ্ধার করে মহান তুলশী দাস নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছেন, সেটাই 'স্বামীলাভ' কবিতার মূল বিষয়বস্তু। এই কবিতাটি উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের পটে রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

'কথা' কাব্যের আরও দু' একটা কবিতায় আমরা মানবাধিকারের নানা প্রসঙ্গ খুঁজে পাই। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বন্দীবীরে', 'শেষ-শিক্ষা', 'নগরলক্ষ্মী', 'মানী', 'প্রার্থনাতীত দান', 'পণরক্ষা' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, কবি রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় অপূর্ব শিল্প-সম্মত কাব্যিক-মূর্ছনার মধ্য দিয়ে যে মানবাধিকারের জয়গান করেছেন তা এক অনবদ্য মাত্রা লাভ করছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের দিক থেকে এই কাব্যটি প্রাঙ্গিকতা অতি গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের দ্বারা পুষ্ট রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন মানুষের ন্যায্য অধিকারের মর্যাদা, শুনেছিলেন শোষিত-লাঞ্ছিত-বঞ্চিত মানুষের মর্মবাণী। পরাধীন ভারতবর্ষের সমকালীন সমাজের অবক্ষয় কবিকে বার বার ব্যথিত করেছিল। মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি যে চরম অবজ্ঞা, প্রকৃতির নিয়মে সেই অবজ্ঞাই যে একদিন ফিরে আসবে নিজেরই কাছে সেই কথা কবি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তাই 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ১০৮ নং কবিতায় বলেছেন—

"মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"[২৯]

মানুষের ন্যায্য অধিকারে সোচ্চার কবি রবীন্দ্রনাথের মর্মবাণী 'কথা' কাব্যের অন্যতম বিষয়বস্তু।

উল্লেখপঞ্জি

(১) https://bn.m.wikipedia.org (The United Nations, Office of the High Commissioner of Human Rights, What are human rights?, Retrieved August 14, 2014)
(২) https://bn.m.wikipedia.org (Burns H. Weston, March 20, 2014 Encyclopedia Britannica, human rights, Retrieved August 14, 2014)
(৩) উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা', পৃ : ৩৮৫
(৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (চতুর্থ খণ্ড), পৃ : ২৪
(৫) তদেব, পৃ : ২৫
(৬) তদেব, পৃ : ২৬
(৭) তদেব, পৃ : ২৬
(৮) উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা', পৃ : ৩৮৬
(৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (চতুর্থ খণ্ড), পৃ: ২৬
(১০) তদেব, পৃ : ২৬
(১১) তদেব, পৃ : ২৬
(১২) তদেব, পৃ : ২৮
(১৩) তদেব, পৃ : ২৮
(১৪) তদেব, পৃ : ৪২
(১৫) তদেব, পৃ : ৪৩
(১৬) তদেব, পৃ : ৪৪
(১৭) তদেব, পৃ: ৫৮
(১৮) উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা', পৃ : ৩৮৮
(১৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (চতুর্থ খণ্ড), পৃ : ৩২
(২০) তদেব, পৃ: ৩২-৩৩
(২১) তদেব, পৃ : ৩৪
(২২) তদেব, পৃ : ২৯
(২৩) তদেব, পৃ : ২৯
(২৪) তদেব, পৃ : ৩১
(২৫) তদেব, পৃ : ৩৪
(২৬) তদেব, পৃ : ৩৮
(২৭) তদেব, পৃ : ৪৬
(২৮) তদেব, পৃ : ৪৯
(২৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (ষষ্ঠ খণ্ড), পৃ : ৭২

গ্রন্থপঞ্জি

(ক) আকর গ্রন্থ
- ভট্টাচার্য, কুমকুম (প্রকা.) : 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (চতুর্থ খণ্ড), পৌষ ১৪১৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭

(খ) সহায়ক গ্রন্থ

- ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ : 'রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা', দশম সংস্করণ : অগ্রাহায়ণ ১৪১৬, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা-৭৩
- ভট্টাচার্য, কুমকুম (প্রকা.) : 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (ষষ্ঠ খণ্ড), পৌষ ১৪১৭, বিশ্বভারতী, কলকাতা-১৭

(গ) অন্তর্জাল উৎস

- https://bn.m.wikipedia.org (The United Nations, Office of the High Commissioner of Human Rights, What are human rights?, Retrieved August 14, 2014)
- https://bn.m.wikipedia.org (Burns H. Weston, March 20, 2014 Encyclopedia Britannica, human rights, Retrieved August 14, 2014)